তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সাত

ক্যাটরিনা কাইফ

Car

চোখ মেরে ইনটারনেটের চোখের মণি মালয়ালি কন্যা প্রিয়া প্রকাশ ভারিয়ে। প্রেমদিবসের আগে মাদকতায় ভরা 'দুষ্টুমি' করে বিশ্বের জনপ্রিয়তম সেরা তিন সেলেবের অন্যতম আপাতত তিনিই

B day আজ

মধুবালা
১৯৩৩
নতুন দিল্লি

সুষমা স্বরাজ
১৯৫২
আম্বালা

প্রেম দিবসের উদ্‌যাপন
শিবু–নন্দিতা–পাভেলের নয়া সংযোজন

পরিচালক পাভেল একেবারেই জানতেন না, আট টু আশির মন মজানো বাংলার রসগোল্লা জিআই ট্যাগ পাবে। কারণ, আজ থেকে ঠিক ২ বছর আগে যখন পাভেল এবং স্মরণজিৎ চক্রবর্তী মিলে 'রসগোল্লা'র স্ক্রিপ্ট লেখেন তখনও 'রসগোল্লা কার' এই দ্বন্দ্ব বাঁধেনি। তবে যোগাযোগ যখন ঘটেইছে উদ্‌যাপন তো করতেই হয়! কে সি দাশের 'রসগোল্লা' ভবনে দাশ পরিবারের সব্বাইকে সাক্ষী মেনে একঝাঁক সাংবাদিকের সামনে পাভেলের আগামী ছবি 'রসগোল্লা'র পোস্টার প্রকাশ্যে আনলেন প্রযোজক নন্দিতা রায়–শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়–অতনু রায় চৌধুরি। পটভূমিকায় রসগোল্লার জনক নবীন চন্দ্র দাশ–ক্ষীরোদমণি দেবীর লাভস্টোরি।

ভবনজুড়ে উৎসবের আমেজ। হালকা সানাই ভেসে বেড়াচ্ছে। মাথার উপরে জমকালো চাঁদোয়া। এমন জমাটি পরিবেশে পাভেল জানালেন, প্রথম ছবি 'আমার বাবার নাম গান্ধিজি'র পর অনেক বিষয় নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে করতে হঠাৎ মনে হল রসগোল্লা–নবীন চন্দ্র দাশকে বড়োপর্দায় ধরলে কেমন হয়? ব্যাপারটা 'উইনডোজ' প্রোডাকশনকে জানাতেই তাঁরা এককথায় রাজি। তারপরেই ছবির কাজ শুরু। প্রায় ৮০ ভাগ কাজ শেষ।

এটা যদি রসগোল্লার জন্মকথা হয় পাদপুরাণ শোনালেন শিবপ্রসাদ–নন্দিতা–অতনুবাবু, '২০১৮–র অ্যামবিসাস ছবি যদি কিছু হয় তাহলে সেটা 'রসগোল্লা। কারণ, পাভেল আমাদের মতোই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। ছবির ইউএসপি ট্যাগলাইনেই লুকিয়ে, 'একটি মিষ্টির গল্প'। উজান–অবন্তিকার হাত ধরে তরুণ মজুমদারের 'বালিকা বধূ'র স্বাদ বাঙালি আবার পেতে চলেছে এই বছরের শীতে। এখনও ডিটেলিং, মিউজিকের প্রচুর কাজ বাকি। সেগুলো ক্রমশ প্রকাশ্য। যেহেতু প্রেমের ছবি তাই বসন্তে অল্প আভাস। চাইছি, সারা বছর ধরে সবাই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করুন। উজান–অবন্তিকার জুটি দীর্ঘজীবী হোক।'

বাংলার পেটেন্ট তৈরি করতে যেমন দুধ–ছানা–চিনি লাগে সেভাবেই কৌশিক–চূর্ণী গাঙ্গুলির ছেলে উজান, অবন্তিকা ছাড়াও চিরঞ্জিত, শুভশ্রী, অপরাজিতা আঢ্য, কৌশিক সেন, রজতাভ দত্ত, খরাজ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বানানো হয়েছে স্বাদু 'রসগোল্লা'।

আজ 'হইচই'তে হইচই করে প্রেম করবেন গৌরব চক্রবর্তীর সঙ্গে। মার্চে চুমু খাবেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে! চেনা হিসেব কি এভাবেই পালটে দিচ্ছেন **ঋতাভরী চক্রবর্তী**? জমাটি আড্ডায় জেনে নিলেন **উপালি মুখোপাধ্যায়**

পরম, চুমু, পরি...

শ্রীমতি ভয়ংকরী

তারাদের কথা ঃ 'ওগো বধূ সুন্দরী'র ললিতা হইচই ওয়েব সিরিজের ভ্যালেনটাইন ডে স্পেশাল স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে 'শ্রীমতী ভয়ংকরী' গায়েত্রী। এটাই কি ঋতাভরীর লেটেস্ট আপগ্রেডেশন?

ঋতাভরী ঃ (হেসে ফেলে) ললিতা কিন্তু মিলিমিটার কম শ্রীমতী ভয়ংকরীর থেকে। রেগে গেলেই দুমদাম জিনিস ভাঙত। খুব মিষ্টিও ছিল। সবাই ভালোবাসত। পুরুষ মাত্রেই শক্তিশালী নারীর বশ। মা দুর্গা কি ভয়ংকরী নন? সব মেয়ের মধ্যেই 'শ্রীমতী ভয়ংকরী' আছে। আমি একা নই!

তারাদের কথা ঃ পর্দার গায়েত্রী তাহলে কেমন?

ঋতাভরী ঃ খুব কনফিডেন্ট। আধুনিক। কোনো কিছুতে বয়ে যায় না। সব কিছুর মোকাবিলা করে হাসিমুখে। ভালো থাকতে জানে। সবাইকে ভালো রাখতে জানে।

তারাদের কথা ঃ গৌরব চক্রবর্তীর সঙ্গে এই প্রথম জুটি বাঁধলেন। কেমন লাগল কাজ করে?

ঋতাভরী ঃ গৌরবের সঙ্গে আগেও কাজ করেছি। 'কলকাতা কলম্বাস'–এ। ওর ভাই অর্জুনের সঙ্গে কাজ করেছি 'বাওয়াল'–এ। 'পরি'তে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের মা মিঠু চক্রবর্তী। একমাত্র সব্যসাচী চক্রবর্তী বাদে গোটা পরিবারের সঙ্গে কাজ করেছি। গৌরব তো রাগতেই পারে না! কাজ করে ভীষণ আরাম ওর সঙ্গে।

তারাদের কথা ঃ গৌরবের সঙ্গে নাকি চুটিয়ে প্রেম করেছেন?

ঋতাভরী ঃ কতটা প্রেম করেছি পর্দা বলবে। তবে এটুকু বলতে পারি, ছবিটি নিখাদ ভালোবাসার গল্প। গল্পের খাতিরে গুছিয়ে প্রেম করেছি আমরা। তবে শেষে আমরা মিলব না আলাদা হব? বলব না! (হাসি)

তারাদের কথা ঃ এসভিএফের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কাজ করা হল?

ঋতাভরী ঃ হ্যাঁ, অবশেষে। গত বছরেই ব্যাপারটা হয়ে যেত যদি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'উমা'তে কাজ করতে পারতাম। মহরতেও ছিলাম। তারপরেই পরম ডাকল অনুষ্কা শর্মার 'পরি'র জন্য। 'উমা'র যখন সুইজারল্যান্ডে শুট তখন 'পরি'র সেডিউল মুম্বইতে। অনুষ্কা শর্মার ডাক অগ্রাহ্য করার সাধ্য আমার ছিল না। শ্রীকান্ত, সৃজিতকে জানাতে ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে মত দিলেন। এবং আমি বলিউডে।

তারাদের কথা ঃ অফার পাওয়ার পরের অনুভূতি কেমন?

ঋতাভরী ঃ আমি তো জানতাম, আমার ডাক আসবেই (হেসে ফেলে)। আমি কিন্তু সিনেমায় এসে নামিনি। উঠেছি। ছোটো থেকে হিন্দি ছবি দেখে বড়ো হয়েছি। শেষপর্যন্ত সেখানে ডাক পেলাম।

তারাদের কথা ঃ 'পরি'র 'পিয়ালি' নিয়ে কিছু বলুন?

ঋতাভরী ঃ এই চরিত্রটা প্রথমে মিমি চক্রবর্তীর করার কথা ছিল। মিমির পক্স হল। পরম ডাকল আমাকে। আমি পরমের বিপরীতে অভিনয় করলাম। তবে শুরুতে ওদের একটু দ্বিধা ছিল, আমায় পরমের বিপরীতে মানাবে তো? কারণ, ওরা যে বয়স চেয়েছিল তার থেকে আমি একটু ছোটো। অডিশন দেওয়ার পর ওরা খুশি মনে আমায় ডেকে নেয়। পিয়ালি চুপচাপ, শান্ত। আমার মতো ছটফটে নয়, চনমনে নয়। বেশি কথা বলে না। একদম বিপরীত। ঠিকমতো ফুটিয়ে তোলাটাই চ্যালেঞ্জ ছিল আমার কাছে।

তারাদের কথা ঃ আপনার প্রথম দৃশ্যটাই নাকি অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে ছিল? বাস্তবে অনুষ্কা কেমন?

ঋতাভরী ঃ একদম পর্দার মতো। ফর্সা, সুন্দর, মিষ্টি। সেটে আসার পর মুখোমুখি হতেই আমার পরিচয় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরে 'হাফ হাগ' করলেন। তারপর শুরু হল আড্ডা। জানতে চাইলেন, তুমি কতদিন মুম্বইতে আছ। এখানে তোমার বাড়ি কোথায়? কলকাতার শুনেই বলে উঠলেন, আমি তো দেখছি তোমার কথা ভেবেই গল্পটা বানিয়েছি। পিয়ালি কলকাতার মেয়ে। আস্তে আস্তে নার্ভাসনেস কমতে লাগল। আসলে, ওঁরা প্রত্যেকে ভীষণ ভালো। অনুষ্কা, ওঁর ভাই, গোটা টিম...সব্বাই। আর পরম তো ছিলই।

তারাদের কথা ঃ টিজারে আপনি পরমকে কিস করছেন... ভীষণ সেনসেশনাল সিন।

ঋতাভরী ঃ এই প্রথম আমার অনস্ক্রিন চুমু। কী প্রচণ্ড নার্ভাস হয়েছিলাম আপনাদের ধারণা নেই। প্রায় গোটা চল্লিশেক চিউইংগাম চিবিয়েছি সিনটা নেওয়ার আগে। শেষে পরম বলল, তুই এত নার্ভাস হচ্ছিস কেন? কোনো গন্ধ আসছে না মুখ থেকে। তুই একদিম ঠিক আছিস। যেটা করতে হবে করে ফেল। পরমের কথায় ভরসা পেয়ে শেষে দৃশ্যটায় ভালো করে উতরোলাম। আসলে গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে প্রথম।

তারাদের কথা ঃ এখন আর নার্ভাসনেস নেই তো?

ঋতাভরী ঃ (হেসে ফেলে) ছবি শেষ হওয়ার পর টিজার দেখে রণবীর সিং কমেন্ট করেছেন। আমি সেটা শুনে প্রথম নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ালাম। তারপরেই নার্ভাস ব্রেকডাউন। যাহ্! ঠিল ছোঁড়া হয়ে গেছে। আর ভুল শুধরানোর উপায় নেই। আমার লাফানি দেখে অনুষ্কা আমায় ভোলাচ্ছেন, তুমি খুব ভালো কাজ করেছ। এত টেনশন করছ কেন? ঠিক যেমন 'সোনার কেল্লা'য় মুকুলকে হিপনোটাইজ করা হয়েছিল। আমিও বুঝতে বাধ্য হলাম, যা হওয়ার হয়ে গেছে।

তারাদের কথা ঃ মা, দিদির সঙ্গে কাজ নিয়ে আলোচনা করেন?

ঋতাভরী ঃ দিদি নিজের মতো কাজ করে। ওর সঙ্গে খুব কথা হয় না। যতটা হয় মায়ের সঙ্গে।

তারাদের কথা ঃ মা খুশি?

ঋতাভরী ঃ খুশির বহর শুনেবেন? মায়ের জন্য একটা অডি কিনেছি। মা চড়ে খুব খুশি। তারপর বলছেন, গাড়িটা একটু বেঁটে। আমায় সুইপ ডিজায়ার কিনে দিবি?

তারাদের কথা ঃ আর বাবা?

ঋতাভরী ঃ (গম্ভীর হয়ে) চার বছর বয়সে বাবার থেকে আলাদা। কোনোদিন আমার খোঁজ নেননি। শুনেছি আমার উন্নতি শুনে খুশি হয়েছেন। এখন এসবে আর কী যায়–আসে?

নজরে ৫

বিয়ে বাড়িতে না 1

'বিয়ে বাড়িতে আধঘণ্টার জন্য আসুন, আপনাকে ২ কোটি টাকা দেব।' রণবীর সিংকে প্রস্তাব দিয়েছিল একটি সংস্থা। মুখের উপর না বলে দিয়েছেন 'পদ্মাবত'–এর আলাউদ্দিন খিলজি।

শুধু সলমন 2

দেখা যেতে পারে ববি দেওল ও ক্যাটরিনা কাইফকে। তবে 'ভারত' ছবিতে এখনও পর্যন্ত সলমন খান ছাড়া কারও নাম চূড়ান্ত হয়নি। টুইট করেছেন পরিচালক আলি আব্বাস জাফর।

কৃতীর টুইট 3

কৃতী শ্যানন শুরু করেছেন 'অর্জুন পাটিয়ালা' ছবির শুটিং। নায়িকা নিজেই টুইটারে ছবি পোস্ট করে ছড়িয়েছেন এই খবর। চণ্ডীগড়ে ফ্লোরে তোলা ছবিতে তাঁর পাশে ছিলেন অভিনেতা বরুণ শর্মা।

নামছেন না প্রকাশ 4

রাজনীতির বাইশ গজে ব্যাট হাতে নামছেন না বড়োপর্দার খলনায়ক প্রকাশ রাজ। বিভিন্ন সামাজিক ঘটনায় তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে মনে করা হয়েছিল রজনীর রাস্তায় হাঁটবেন তিনি। কিন্তু সেটা ভুল!

দুই দেবদাস 5

অসুস্থ দিলীপ কুমারকে দেখে এলেন শাহরুখ খান। কিংবদন্তি অভিনেতার বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন তাঁর 'মুহ বোলা বেটা'। দুই দেবদাসের ছবি ছড়িয়ে পড়েছে টুইটারে।

'হিন্দি মিডিয়াম' সিক্যুয়েলে সারা?

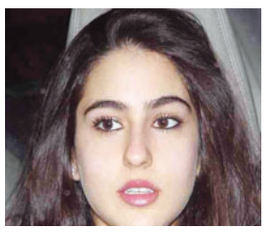

রিলিজ করেনি প্রথম ছবি 'কেদারনাথ', তবে এর মধ্যেই বলিউডে তাঁর চাহিদা দেখে অনেকেই অবাক। বলছি সইফ–অমৃতা কন্যা সারা আলি খানের কথা। সিক্যুয়েল আসছে 'হিন্দি মিডিয়াম'–এর। ছবিতে ইরফান খানের কন্যা পিয়ার চরিত্রে সম্ভবত দেখা যাবে সারাকে। আশুতোষ গোয়াড়িকরের একটি ছবিতেও সারার অভিনয় করার কথা। যেভাবে একটার পর একটা ছবিতে তাঁর ঝুলি ভরে উঠছে, তাতে কঙ্গনা চটে গিয়ে না কোনও মন্তব্য করে বসেন!

কৃতজ্ঞ রাহাত

'বলিউডের জন্যই আজ আমার গান সারা পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে। ভারতবর্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' বলেছেন পাকিস্তানি গায়ক রাহাত ফতে আলি খান। সম্প্রতি তিনি গাইলেন 'ওয়েলকাম টু নিউইয়র্ক' ছবির জন্য। রাহাত আরও বলেছেন, 'বলিউডের ডাক পেলে আমি না করতে পারি না। এই ছবির সুরকার সমীর টেন্ডন এবং গীতিকার চরণজিৎ চরণ দারুণ গান বেঁধেছেন। গান তৈরি হয়েছে ভারতে, আমি রেকর্ড করলাম লাহোরের স্টুডিয়োয়। ভাবুন, একটা গানের মাধ্যমে বাঁধা পড়ল দুই প্রতিবেশী দেশ। এ বড়ো কম কথা নয়!'

প্রিয় 10

ছুটি মিললেই...
দৌড় দৌড় তুর্কি বা লন্ডনে

পছন্দের পুরুষ
ফারহান আখতার, অরুণোদয় সিং

পছন্দের খেলা
টেনিস

পছন্দের নায়ক
অমিতাভ বচ্চন, আমির খান, রণবীর কাপুর, রণবীর সিং

পছন্দের নায়িকা
দিয়া মির্জা, রিচা চাড্ডা

পছন্দের রং
সাদা

পছন্দের ছবি
সাহেব বিবি গোলাম, হাজারো খোয়াইশে অ্যায়সি, আইরিশ

পছন্দের সুরকার
এ আর রহমান

পাত পরিষ্কার
হট চকোলেট ফাজ পেলে

পছন্দের বই
সিভিং দ্য ডিকম

অদিতি রাও হায়দারি। জোরাল অভিনয়, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য নায়িকার ইউএসপি। পছন্দের প্রিয় ১০

আমরা আরও কিরীটী চাই

স্বর্গ বা নরক––ঢেঁকির কাজ একই। তেমনই গোয়েন্দা। চেনা বা অচেনা শহর, রহস্য তাদের ছায়াসঙ্গী। পুরী, সেখানে পরিচিত মানুষের অন্তর্ধান, জগন্নাথদেবের মন্দির, পাগলপারা সমুদ্র, ঢেউয়ের গুঁড়োয় একাকার বেলাভূমিতে নতুন রহস্যের জটে কিরীটী। সে রোমাঞ্চে গা ভাসালেন অভিনেতা–পরিচালক **দেবদূত ঘোষ**

6/10

ছোটোবেলায় রোদ–বৃষ্টি ভেঙে আমার লাইব্রেরি দৌড়োবার একটা অন্যতম কারণ ছিল কিরীটী রায়। ব্যোমকেশের চোখা ইনটেলেক্ট আর বিশুদ্ধ বাঙালিয়ানার পাশে কিরীটীর রোমান্টিসিজ্‌ম, বুদ্ধির সঙ্গে বন্দুকের স্টাইলিশ মিশেল আমাকে খুব টানত। আজও নিশির ডাকের মতো চারপাশে ঘুরপাক খান নীহাররঞ্জন এবং কিরীটী। তাই কিরীটীর ছবির রিভিউ মানে আরও একবার আমার সুগন্ধী শৈশবে ফেরা!

গল্প–কথা

নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'বসন্ত রজনী' উপন্যাস–আধারিত ছবি 'নীলাচলে কিরীটী'। বিয়ের পর নতুন স্ত্রীকে নিয়ে কিরীটী হনিমুনে গেছে পুরীতে। সেখানেই দেখা হয় কিরীটীর পূর্ব পরিচিত কালী সরকারের সঙ্গে। হঠাৎই তিনি হারিয়ে যান। না চেয়েও কিরীটী জড়িয়ে পড়ে এসবের মধ্যে। গল্পের মোড় ঘোরে রুণা সান্যাল এলে। তার ছেলে পুরুষ হয়ে জন্মালেও নারী হতে চায়। এই মহার্ঘ্য অপারেশনের জন্য দরকার ৫০ হাজার টাকা। কোথায় পাওয়া যাবে? বেশ কিছু খুন পরিস্থিতি আরও জটিল করে দেয়। এরপর? কিরীটী কী করবে? শেষটা আমি জানি কিন্তু আপনাদের হলে গিয়ে দেখতে হবে।

পরিচালক–কথা

প্রথমেই অনিন্দ্যবিকাশকে অনেক ধন্যবাদ আমার এবং আরও অনেকের ছোটোবেলা ফিরিয়ে দেবার জন্য। সাহিত্যের থ্রিল সিনেমায় নষ্ট হতে পারে। এখানে অনিন্দ্য কষে লাগাম ধরেছিলেন চিত্রনাট্যের মুখে, তাই কিছু হয়নি। তবু যেটুকু এদিক ওদিক হয়েছে তা ওই কিরীটীকে অতিরিক্ত ভালোবেসেই। অ্যাকশন দৃশ্যের মেকিং ভালো। থ্রিলার যদি হয় অচেনা জায়গায়, তাহলে রহস্য দানা বাঁধতে সুবিধে। এখানেও তাই হয়েছে। পুরীর সরু গলিতে চেজিং সিন ভালো জমেছে।

অভিনয়–কথা

ইন্দ্রনীল নিজের ফিটনেস দিয়ে কিরীটীর গতিকে ভালো ধরেছেন। অভিনয়ে তাঁর বুদ্ধির প্রকাশ আর একটু হলে ভালো হত। ঋতুপর্ণাই রুণা এবং ইন্টারেস্টিং। একটি নাটকের দৃশ্যে মেয়ে হতে চাওয়া নিজের ছেলের সঙ্গে তাঁর মঞ্চাবতরণ বেশ ভালো লেগেছে। ছেলের চরিত্রে ঋষভ অসাধারণ। বাকি অভিনেতারা যথাযথ।

টেকনিশিয়ান ও মিউজিক–কথা

ছবি একটু আগে শেষ হলে ভালো হত। সম্পাদনায় আর একটু গতি দরকার ছিল। ক্যামেরা ওয়ার্ক ভালো। পুরীর গলির দৃশ্য, সেখানকার কাঠের কাজ, রঙের ব্যবহার দেখতে ভালো লাগে। মিউজিকেও নতুনত্ব আছে। সুরকার দেবজ্যোতি ওড়িশি নাচের বিট ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে, ছবিতে থ্রিল অ্যাড করেছে এই এক্সপেরিমেন্ট।

আমার কথা

ছোটোবেলার স্মৃতির পুরোটাই পর্দায় পেতে চেয়েছিলাম বলে একটু ধাক্কা খেয়েছি ঠিকই কিন্তু এই 'নীলাচলে কিরীটী' শেষ হলে মন খারাপ হয়। তাই অনিন্দ্য, আমরা আরও কিরীটী চাই কিন্তু!

টিম তারাদের কথা উপালি মুখোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, সায়ন্তী মণ্ডল, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha